সমকাল

তারিখ ... 24 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাজেট ও শিক্ষা ব্য...

সমকালীন প্রসঙ্গ

ড. শফিক উজ জামান

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'– এ বাক্যটি বাংলাদেশে যতবার উচ্চারিত হয়; পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে হয় কি-না জানি না। আসলে লেবু বেশি চিপলে যেমন তেতো হয় তেমনটি অতিকথনে এই মূল্যবান বাক্যটি নিরর্থক প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কেননা, শিক্ষা নিয়ে এত কথা যেখানে, সেই বাংলাদেশে শিক্ষার গুরুত্ব কেবল কাগজে-কলমে। আজ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ শুধু কম নয়, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোর চাইতেও কম। অথচ বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতাই বলে দেয়– একমাত্র শিক্ষাই দেশকে দ্রুত অগ্রগতির পথ দেখাতে পারে।

এক সময় মনে করা হতো, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলেই দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক দশকের উন্নয়ন এই ধারণা পাল্টে দিয়েছে। অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃসন্দেহে একটি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এই সম্পদ কাজে লাগাতে প্রয়োজন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ মানবসম্পদ। এই দক্ষ মানবসম্পদের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও অনেক দেশ আজ দরিদ্র। যেমন আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, সুদান, আইভরি কোস্ট, বতসোয়ানা, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, আমাদের প্রতিবেশী মিয়ানমার, কম্বোডিয়া বিচিত্র ধরনের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। নাইজেরিয়া পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ হয়েও উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত। আবার কোনো কোনো দেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ে আর্থিক দৈন্য ঘুচিয়েছে ঠিকই; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণে আজও তারা উন্নত বিশ্বের ধারেকাছে যেতে পারেনি। অপরদিকে জাপান, তাইওয়ান, কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের মতো দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও আজ তারা পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশ। তাছাড়া অনেক দেশেরই মূল্যবান খনিজ সম্পদ উল্টো দেশের মানুষের জন্য করুণ পরিণতি বয়ে এনেছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ আশীর্বাদ, না অভিশাপ তা নির্ভর করবে সে দেশের জনগণ ও সরকারের সঙ্গে ওই সম্পদের সম্পর্কের ধরনের ওপর।

আসলে একটি দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সে দেশের মানবসম্পদ। দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার উপায় হলো শিক্ষা। কাজেই যেসব দেশ পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উত্তরণে সব সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাধিক বরাদ্দ দিয়ে জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে, সেসব দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধে জয়লাভ করে নবগঠিত সরকার তীব্র আর্থিক সংকট এবং গৃহহারা, স্বজনহারা বিপুল জনগোষ্ঠীর অন্নসংস্থান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের মতো পর্বতপ্রমাণ চ্যালেঞ্জ সামনে রেখেই প্রথম অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বাজেটের সর্বাধিক অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ দিয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বাংলাদেশ সরকার গৃহীত একটি প্রস্তাবে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দিয়ে বাজেটে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু '৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকার কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে শিকেয় তুলে ঔপনিবেশিক ভাবধারার শিক্ষা ব্যবস্থা আবার চালু করে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিবর্তে সামরিক সরকার ক্ষমতার স্বার্থেই ব্যয় হ্রাস করে শিক্ষা সংকোচনের অপকৌশল গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, কুদরাত-এ-খুদার সুপারিশমালায় আধুনিক, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক, জনকল্যাণমুখী শিক্ষানীতির পরিবর্তে পশ্চাৎপদ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাভিত্তিক নীতিমালাকেই উৎসাহিত করা হয়। ১৯৭৫-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত সামরিক-বেসামরিক সব সরকারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ধ্যান-ধারণাকেই সমর্থন দিয়েছে।

১৮৩৪ সালে মেকলে বাদামি ইংরেজ তৈরি এবং চরম বৈষম্যমূলক যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধারাবাহিকতা আজও বহাল আছে। তবে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ব্রিটিশ শাসকরাই ১৯২০ সালে বাদামি ইংরেজ তৈরির পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে নানা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ইংরেজরা সৎ উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাব করেনি। তারা জানত, কৃষি থেকে আয় অর্থাৎ শোষণ বাড়াতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য ন্যূনতম শিক্ষা অপরিহার্য। তাদের প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিল ইংরেজ নয়: তাদেরই এদেশীয় অনুচর জমিদাররা। তারা কৃষকের প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধিতা করে যে যুক্তি দেখিয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– চাষির ছেলে লিখতে পড়তে পারলে চাষের কাজকে ঘৃণা করবে: চাকর-বাকর নষ্ট হয়ে যাবে; চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশি উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণে সংগ্রাম করবে ইত্যাদি। আজকে অবশ্য শিক্ষার এমন উলঙ্গ বিরোধিতা নেই। উল্টো 'সবার জন্য শিক্ষা এবং সমতাভিত্তিক উন্নয়ন' ইত্যাদি মুখরোচক কথা শুনতে শুনতে মনে হয় শিক্ষার প্রসারে তাদের আগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু জমিদারদের মতো প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার বিরোধিতা না করলেও যে তিন ধরনের চরম বৈষম্যমূলক শিক্ষা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কেবল মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী নয়; অনেকটা সেই জমিদারদেরই ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, মাদ্রাসা শিক্ষা মূলত দরিদ্র মানুষের জন্য, যারা সরকারি-বেসরকারি শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম। আর আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, যুগের চাহিদার সঙ্গে এই শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা নেয় মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত যারা মূলত বাংলা মিডিয়ামে সাধারণ ডিগ্রি নিয়ে যে কোনো চাকরির জন্য সর্বত্র ধরনা দেয়। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মূলত উচ্চবিত্তের এবং তাদের লেখাপড়া ইংরেজি মাধ্যম। গুরুত্বপূর্ণ চাকরির বাজারে এদের দাপট বেশি এবং এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে যে বিপুল ব্যয় হয় তা দেশের ৯০ শতাংশেরই বহন সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষা আজ অগ্রগতির চালিকাশক্তি বা সমতাভিত্তিক সমাজ না হয়ে স্থায়ী

বৈষম্য সৃষ্টির প্রধান কা...
বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থ...
সমতাভিত্তিক উন্নয়ন কে...
বিবৃতিতেই শোভা পাবে;...
যেমনটি উল্লেখ করা হয়ে...
শিক্ষা খাত অবহেলিত হ...
হ্রাস পেতে পেতে একেবা...
খাতে অপ্রতুল বরাদ্দের ...
করে তা বৃদ্ধির অঙ্গীকা...
সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী...
২০১৪-১৫) শুরুতে অর্থ...
জিডিপির ২ দশমিক ১৪ ...
শেষ বছর অর্থাৎ ২০১৪-...
ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু ...
২০১১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃ...
ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ...
শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সেই...
পরিকল্পনায় শিক্ষা বরা...
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ...
তবে দেশে প্রাথমিক শিক্ষ...
মতো শিক্ষার হার বেড়েছে...
বই শিক্ষার্থীদের হাতে তু...
প্রশংসাযোগ্য। তা ছাড়া ...
হারও বেড়েছে। কিন্তু ...
Enrollment, Low G...
এক গবেষণায় দেখা গে...
সনদধারীদের মধ্যে বেকা...
ভারতে ৩৩, পাকিস্তানে ...
শতাংশ। শিক্ষা খাতে শু...
কার্যক্রম যুগের চাহিদা ...
শিক্ষার কথাই ধরা যাক...
করেছে তারা উন্নয়নের ...
শিক্ষাকে, বিশেষ করে স...
কেননা, জনসংখ্যাকে দ...
প্রথম পদক্ষেপ প্রাথমিক...
প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি...
লাগালেই তা আপনাআ...
কারণ শ্রমিক প্রযুক্তি উদ্ভ...
আছে)। প্রযুক্তি আবিষ্কা...
প্রযুক্তিবিদদের গবেষণাগা...
উৎপাদনে যুক্ত ও পরিচাল...
আবশ্যক। অর্থাৎ প্রযুক্তি...
হলে তাকে জানতে হবে, ...
করে এবং এ জন্য ন্যূনতম...
এ কারণেই ১৮৬৮ স...
ইউরোপের তুলনায় প্রযু...

...র হতে ২১ বছর (সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত
...ট গ্রহণযোগ্য নয়।

মহিলা
১৫৫ সেঃ মিঃ (৫'-১")
৪৬ কেজি
...০") স্বাভাবিক ৭১ সেঃ মিঃ (২৮")
...১২") সম্প্রসারিত ৭৬ সেঃ মিঃ (৩০")
...লের অতিরিক্ত ওজন হলে অযোগ্য বিবেচিত হবে)
...বিভাগে)/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ
... পদার্থবিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপি ৪.০০ প্রাপ্ত
...লেভেলে ৬টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম ৩টিতে
...ং 'এ' লেভেলের জন্য ন্যূনতম ২টি বিষয়ে
...বিজ্ঞান ও গণিতসহ)। অথবা,
...বাহিনীর উচ্চমান পরীক্ষা (এইচইটি) বা
...দেশ বিমান বাহিনী পরীক্ষায় কৃতকার্যতা।
... ও উচ্চ মাধ্যমিক (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা)
...এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিসাববিজ্ঞান
...তম জিপি ৪.০০ প্রাপ্ত হতে হবে।
...আবেদন করতে পারবেন)
...রিক।